সংবাদ

তারিখ AUG 11 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

শিক্ষার্থীরা আর কত দিন জিম্মি থাকবে

বেসরকারি শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের আপাতত একটি সমঝোতা হলেও টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে আবারও বেশ কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন ধর্মঘটে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। কেউ কেউ সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামও দিয়েছে। কোন কোন সংগঠন ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও তাদের আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ গত বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সমাবেশে ১৫ আগস্টের মধ্যে শর্ত প্রত্যাহারসহ ১৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের আল্টিমেটাম ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে বেশিরভাগ স্কুলেরই শিক্ষার্থীরা পড়েছে বিপাকে। শিক্ষার্থীরা বলছে, আর ধর্মঘট নয়। এবার আমাদের ক্লাস করতে দিন, ক্লাস নিন এবং সিলেবাস শেষ করুন। শিক্ষকরা বলছেন, টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দিলে প্রতিষ্ঠান চলবে কি করে। সরকার শুধু এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দিয়েই খালাস। তাদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কে দেবে? তাই চাকরি জাতীয়করণ ছাড়া টিউশন ফি জমা না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকরা। শিক্ষকরা বলছেন– শতভাগ বেতনের সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া, উৎসব ভাতা, মেডিকেল ভাতা, ইনক্রিমেন্টসহ সব দাবি সরকার মেনে নিলে টিউশন ফি'র ব্যাপারে চিন্তা করা হবে। তারা টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত প্রত্যাহার করে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী এক মাসের মধ্যে সব দাবি মেনে না নিলে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা লাগিয়ে তীব্র আন্দোলন কর্মসূচি পালনের হুমকিও দিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বৃহৎ মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। অন্যদিকে সরকার প্রয়োজনীয় টাকা না থাকার অজুহাতে শিক্ষকদের দাবি মানতে চাচ্ছে না। যেখানে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ টাকা দিতে না পারায় দেশের ৫ লাখ শিক্ষক এক মাস রাস্তায় কাটিয়েছেন, সারাদেশের প্রায় দেড় কোটি স্কুল ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ থাকছে, সেখানে আবার সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর আমলাদের দেশে-বিদেশে 'ট্রেনিং ও ভ্রমণের' জন্য ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্সি এনহ্যান্সমেন্ট বিষয়ক প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। বোঝা যাচ্ছে, সরকারের আন্তরিকতা থাকলে শিক্ষকদের এক মাস রাস্তায় না রেখে আরও আগে দাবি মেনে নিতে পারত। অন্যদিকে শিক্ষকদের চিন্তা করতে হবে শিক্ষার্থীদের জিম্মি না রেখে কীভাবে বিকল্প পথে দাবি আদায় করা যায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যতের জন্য এর কোন বিকল্প আছে কি। আমরা আশা করব, শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ও সরকার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এবং শিক্ষার্থীদের এ জিম্মি দশা থেকে মুক্তি দেবে।